স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক লিঙ্গানুপাতের সমীক্ষা

সুরঞ্জনা বিশ্বাস[১] এবং অনন্ত হালদার[২]

বি.এড. বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১] 06suranjanabiswas@gmail.com [২] anantahalder86@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিগত কয়েক সহস্রাব্দে ভারতীয় নারীর অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। তাদেরকে নানা বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়েছে এবং হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য। প্রতি হাজার জন পুরুষে নারীর সংখ্যাকে বলা হয় লিঙ্গানুপাত। লিঙ্গানুপাত সর্বদা সমান হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় লিঙ্গানুপাতের পার্থক্য যেখানে পুরুষের সংখ্যা বেশি কিন্তু নারীর সংখ্যা কম। সমাজকে সুন্দর ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ও লিঙ্গানুপাতের সমানুপাতের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। স্বাধিনোত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের লিঙ্গানুপাতের সমীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্যের কারণ গুলিকে অনুধাবন করা ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরিকরণের উপায় সম্পর্কে উক্ত গবেষণাটিতে বর্ণিত হয়েছে। গবেষণার কাজটি সম্পদনার প্রয়োজনে 2011 সালের আদমশুমারি প্রদত্ত নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র সংগৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য গুলিকে টেবিলের মাধ্যমে শ্রেণিবদ্ধকরণ করে রেখাচিত্র ও স্তম্ভচিত্র দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। সমীক্ষার কাজটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে 2011 সালে জাতীয় লিঙ্গানুপাত ছিল 940 এবং তার উর্ধ্বে ও নিম্নে অবস্থানকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা যথাক্রমে 18 ও 17 টি। 1951 থেকে 2011 পর্যন্ত আদমশুমারি অনুযায়ী গ্রামীণ জনসংখ্যার লিঙ্গানুপাত শহরেরে তুলনায় বেশি ও শিশু লিঙ্গানুপাত স্বাধীনতার পরে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া 1991, 2001, 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী অধিকাংশ রাজ্যেই লিঙ্গানুপাত আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দমন- দিউ, দাদরা, নগরহাভেলি, বিহার , জম্মু ইত্যাদি জায়গায় লিঙ্গানুপাত আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে। এই অস্বাভাবিক লিঙ্গানুপাতের অন্যতম কারণ হল পিতা মাতার পুরুষ সন্তানের আকাঙ্খা ও নারী জাতির প্রতি অবহেলা। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন নারী জাতির উন্মেষ ও সেই সম্পর্কে জাতীয় সচেতনার সৃষ্টি। তারসাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের সমসুযোগকে প্রাধান্য দানের মাধ্যমে সমাজে নারী জাতির অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে হবে।

সূচক শব্দ : লিঙ্গানুপাত, লিঙ্গবৈষম্য, আদমশুমারি, স্বাধীনোত্তর ভারত।

ক. ভূমিকা

সভ্যতার শুরুতে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ ছিল না। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বঞ্চনা শুরু হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য; নারীর জ্ঞান, সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্তিতে বাধা বদ্ধমূল হয়েছে, এরই ফলশ্রুতি হল লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের জোর, অধিকার ইত্যাদির ফলে নারী-পুরুষের অনুপাতে অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে। তবে বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতে নারীর প্রতি বৈষম্যের দিক সম্পর্কে নানা সচেতনতা তৈরি হয়েছে তা আমাদের তথাকথিত লিঙ্গ-নিরপেক্ষ উন্নয়নকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। বর্তমানে লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব নিয়ে নানা সতর্কতা, সেমিনার হচ্ছে, আইন আনা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও একে সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাটের অনেক জায়গায় এখনো নারীদের উপর বর্বর অত্যাচার চলে, নানা কুসংস্কার চাপানো হয়, বাল্যবিবাহ করানো হয়। সমাজ থেকে এগুলো দূর করা না গেলে, নারীকে শিক্ষিত করতে না পারলে, নারীদের ক্ষমতা না দিলে লিঙ্গবৈষম্য এবং অসম লিঙ্গানুপাত কোনোদিনই সমাজ থেকে দূর করা যাবে না।

খ. লিঙ্গানুপাতের ধারণা

প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যাকে নারী পুরুষ অনুপাত বা লিঙ্গানুপাত বলে অর্থাৎ কোনো দেশের জনসংখ্যায় নারী পুরুষের বণ্টনকে লিঙ্গানুপাত বলে। ইহা লিঙ্গভিত্তিক সমাহারের সংখ্যা পরিমাপের ভিত্তি। 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের লিঙ্গানুপাত 940:1000 অর্থাৎ 1000 জন পুরুষে 940 জন নারী।

গ. উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লিঙ্গানুপাত সম্পর্কে ধারনা লাভ করা।

২. বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লিঙ্গানুপাতের তুলনা করা।

৩. লিঙ্গবৈষম্য দূর করার উপায়ের উপর আলোকপাত করা ও শিক্ষার লিঙ্গবৈষম্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

ঘ. প্রণালীবিদ্যা

সমীক্ষার ধরণ : সমীক্ষার কাজটি বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) অনুসরণ করে করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস : কাজটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে গৌণ উৎস (সেকেন্ডারি সোর্স) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

তথ্য বিন্যাসের সরঞ্জাম (Tools)- তথ্য বিন্যাসের জন্য মাইক্রোসফট এক্সেল (২০০৭) ব্যবহার করা হয়েছে।

ঙ. স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে লিঙ্গানুপাতের গতিপ্রকৃতি

2011 সালে বিভিন্ন রাজ্যেও লিঙ্গানুপাতের বিচিত্রতা দেখা যায়; যেমন সর্বোচ্চ লিঙ্গানুপাত লক্ষ্য করা যায় কেরালায় (1084)। আবার হিমাচলপ্রদেশ (974), উত্তরাখন্ড (963) এই দুটি রাজ্যতেও লিঙ্গানুপাতের হার লক্ষণীয়। তবে সব থেকে কম লিঙ্গানুপাত দেখা যায় দমন-দিউতে (618) যা যথেষ্ট কম। 1951 সালে দমন-দিউতে লিঙ্গানুপাত ছিল 1125 জন, যা পরবর্তীতে কমতে কমতে 618 তে এসে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের লিঙ্গানুপাত 2011 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী 947 যেটি প্রায়

জাতীয় লিঙ্গানুপাতের কাছাকাছি অবস্থান করছে। অর্থাৎ 2011 সালের লিঙ্গানুপাত থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে বেশ কিছু বৈচিত্র্য আছে যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। লিঙ্গবৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচক যা থেকে সমগ্র দেশের এবং রাজ্যের সামাজিক চরিত্র ফুটে ওঠে। 2011 সালের জনগণনা থেকে আমরা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন লিঙ্গানুপাতযুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে পারি ও জাতীয় স্তরের উপরে ও নিচে কতগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে তাও বুঝতে পারি। 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী সবথেকে বেশি লিঙ্গানুপাতযুক্ত 5টি ও সবথেকে কম লিঙ্গানুপাতযুক্ত 5 টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তালিকা নিচে দেখানো হল –

তালিকা -1

সর্ব্বোচ্চ লিঙ্গানুপাতযুক্ত 5 টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল				সর্বনিম্ন লিঙ্গানুপাতযুক্ত 5 টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল		
ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	লিঙ্গানুপাত		ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	লিঙ্গানুপাত
1	কেরালা	1084		1	দমন দিউ	618
2	পুদুচেরী	1038		2	দাদরা নগর হাভেলী	775
3	তামিলনাড়ু	995		3	চণ্ডীগড়	818
4	অন্ধ্রপ্রদেশ	992		4	দিল্লী	866
5	ছত্রিশগড়	991		5	আন্দামান নিকোবর	878

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 2011 সালে জাতীয় লিঙ্গানুপাত যেখানে 940 সেখানে কেরালার লিঙ্গানুপাত 1084, এটি জাতীয় লিঙ্গানুপাত থেকে 144 জন বেশি। আবার দেখা যাচ্ছে, দমন দিউ তে লিঙ্গানুপাত 618, এই লিঙ্গানুপাত জাতীয় লিঙ্গানুপাতের থেকে আবার প্রায় 320 জন মতো কম যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

2011 সালের জাতীয় লিঙ্গানুপাত 940। এখন এই জাতীয় স্তরের নিচে ও উপরে অবস্থানকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর সংখ্যা দেখানো হল-

চিত্র- 1

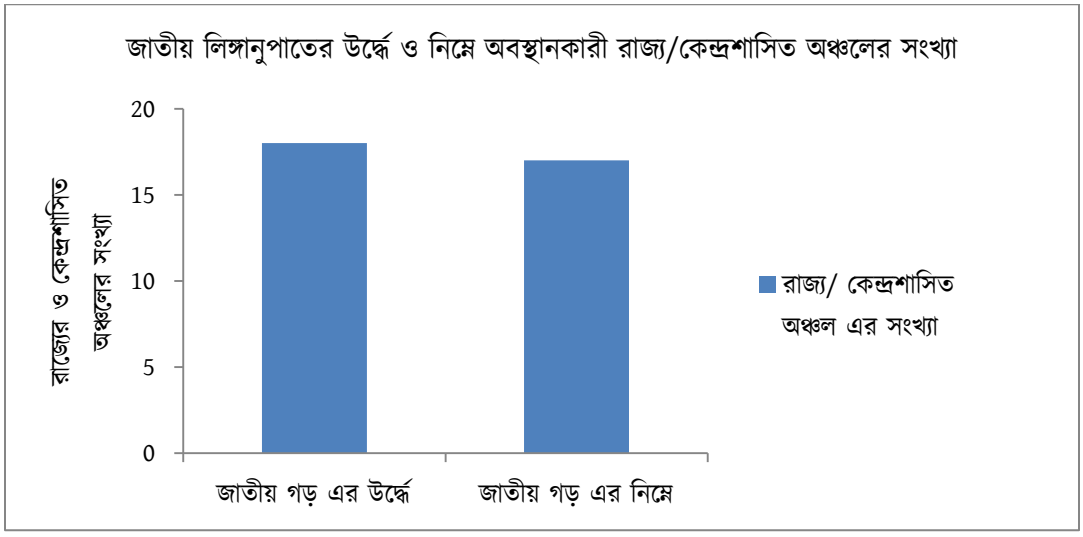

তালিকা 2

লিঙ্গানুপাত	রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর সংখ্যা
জাতীয় গড় এর উর্দ্ধে	18
জাতীয় গড় এর নিম্নে	17

তথ্যের উৎসঃ CENSUS OF INDIA, 2011 থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষকদ্বয়ের দ্বারা গণনাকৃত

1991, 2001, 2011 সালের নির্দিষ্ট প্রসার অনুযায়ী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির সংখ্যার বিভাজন দেখানো হল-

তালিকা -3

প্রসারভিত্তিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সংখ্যা বিভাজনের তালিকা

লিঙ্গানুপাত	1991	2001	2011
≤ 880	7	8	6
881-915	6	4	4
916-950	9	11	10
951-985	12	8	9
≥ 986	1	4	6

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011 থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষকদ্বয়ের দ্বারা গণনাকৃত

চিত্র- 2

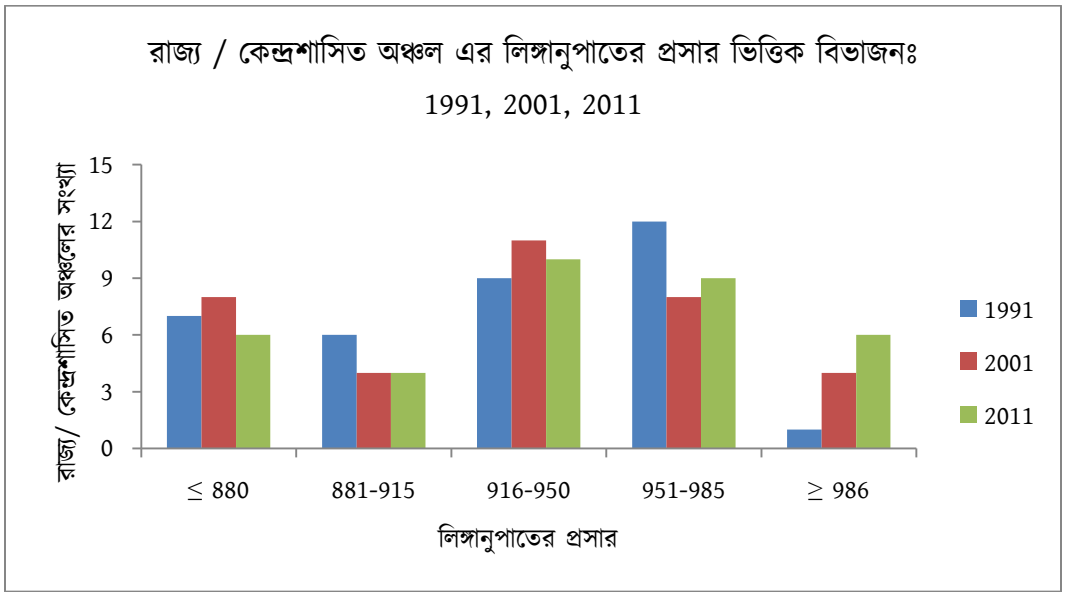

চিত্র 2 থেকে দেখা যাচ্ছে 1991 সালে 880 এর নিচে লিঙ্গানুপাতযুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর সংখ্যা ছিল 7 টি, যার অধিকাংশই (4টি) উত্তর ভারতের রাজ্য যেমন সিকিম, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ। আবার 2001 সালে 916

থেকে 950 এর মধ্যে লিঙ্গানুপাতযুক্ত 11টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যার মধ্যে একটি মাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। আবার 2011 সালে 986 এর উপরে 6টি যার মধ্যে আছে মেঘালয়, ছত্তিসগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও মণিপুর এই পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরী। যেখানে দেখা যাচ্ছে 4টি রাজ্যেই নারী শিক্ষার হার 70 শতাংশের বেশি যেমন- পুদুচেরী, কেরালা, মণিপুর, মেঘালয় (census 2011)।

তালিকা - 4

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের গ্রামীণ ও নগরভিত্তিক লিঙ্গানুপাতের পরিসংখ্যান

বছর	লিঙ্গানুপাত	
	গ্রামীণ জনসংখ্যা	নগর জনসংখ্যা
1951	965	860
1961	963	845
1971	949	858
1981	951	879
1991	938	893
2001	946	900
2011	949	929

তথ্যের উৎসঃ CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 3

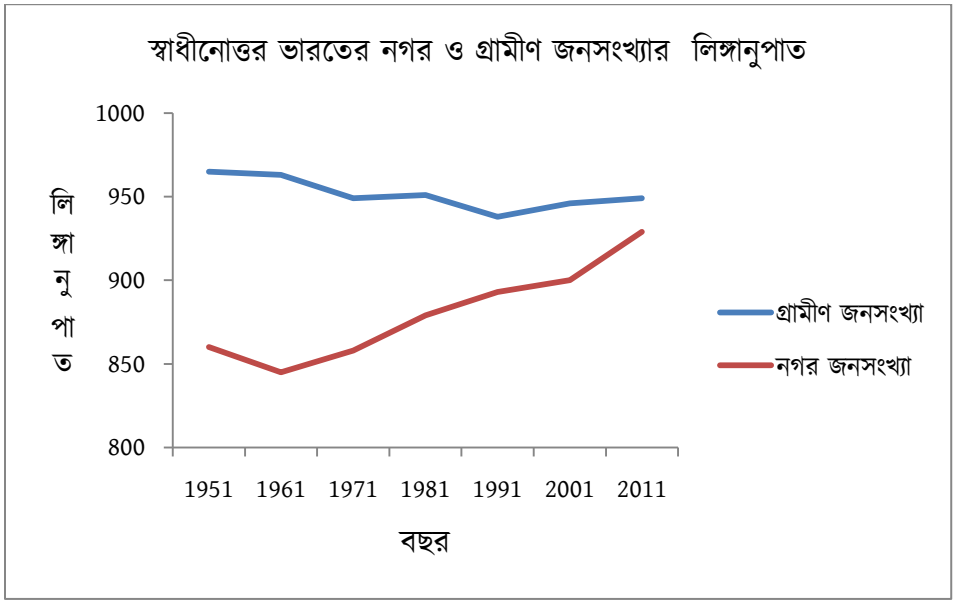

অঙ্কিত রেখচিত্র 3 থেকে দেখা যাচ্ছে, লিঙ্গানুপাত গ্রামীণ এলাকায় সর্বদাই বেশি। সেই তুলনায় শহরে লিঙ্গানুপাত কম। দেখা যাচ্ছে 1951 সালে লিঙ্গানুপাত শহরে কম ছিল, যা 860 এবং 1961 তে তা আরও কমে দাড়ায় 845। যদিও তার পরবর্তীতে শহরের লিঙ্গানুপাত ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং 2011 সালে তা হয় 929 জন। অর্থাৎ 2011 অব্দি ধিরে ধিরে লিঙ্গানুপাতের পার্থক্য ক্রমশ কমেছে যা ইতিবাচক।

তালিকা -5

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিশু লিঙ্গানুপাত ও সামগ্রিক লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

বছর	শিশু লিঙ্গানুপাত (0 থেকে 6 বছর)	সামগ্রিক লিঙ্গানুপাত
1961	976	941
1971	964	930
1981	962	934
1991	945	927
2001	927	933
2011	914	940

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 4

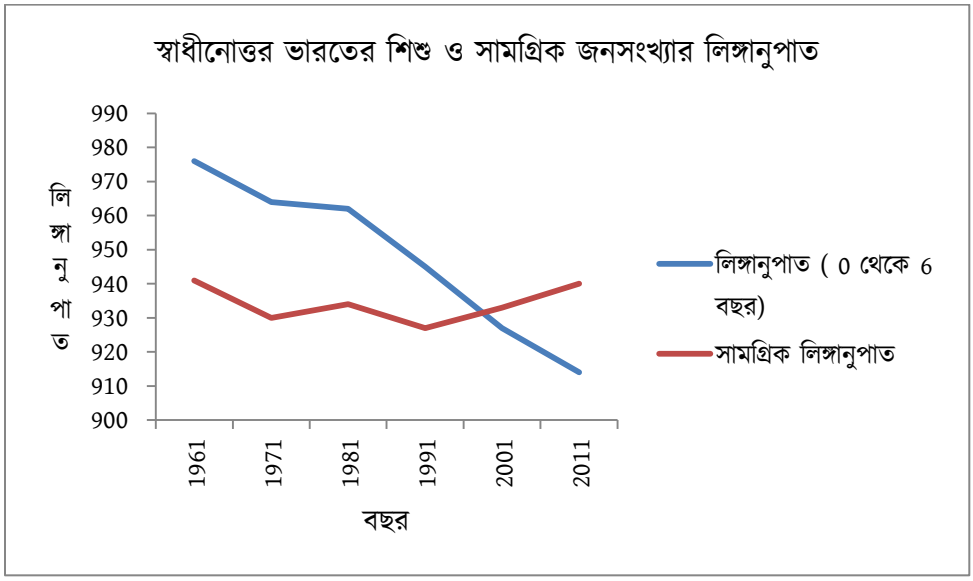

চিত্র 4 থেকে দেখা যাচ্ছে শিশু লিঙ্গানুপাত (0 থেকে 6 বছর) সর্বোচ্চ ছিল 1961 সালে যা 976 জন । 1961 থেকে 1991 পর্যন্ত সামগ্রিক লিঙ্গানুপাতের থেকে শিশু লিঙ্গানুপাত বেশি থাকলেও 2001 সালে তা কমতে কমতে সামগ্রিক লিঙ্গানুপাতের থেকেও কমে গেছে।

তালিকা - 6

ভারতের লিঙ্গানুপাত (1901 – 2011)

বছর	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
লিঙ্গানুপাত	972	964	955	950	945	946	941	930	934	927	933	940

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 5

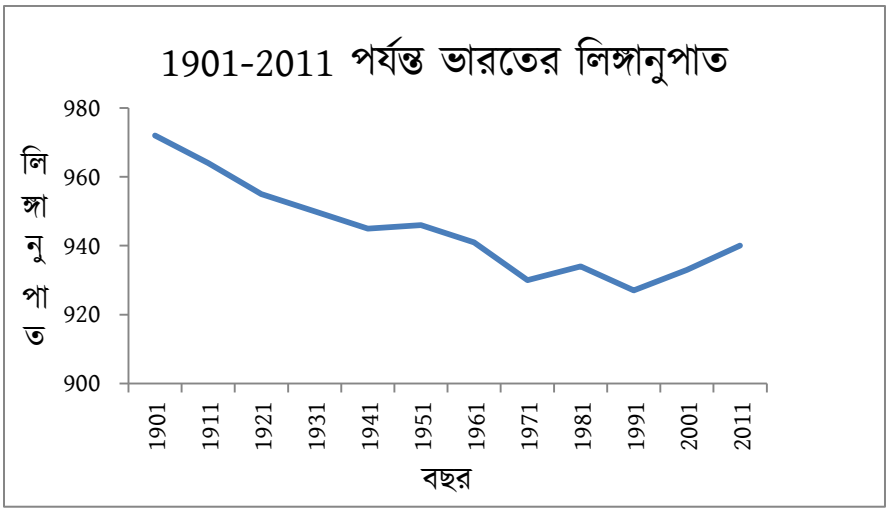

অঙ্কিত রেখচিত্র 5 টিতে 1901 থেকে 2011 সালের লিঙ্গানুপাত দেখানো হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে 1901 সালে লিঙ্গানুপাত ছিল 972 এটি পরবর্তীতে কমতে শুরু করে এবং 1941 সালে হয় 945 জন। তারপর 1951 সালে বেড়ে হয় 946 জন এবং তারপর আবার লিঙ্গানুপাত কমতে শুরু করে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কমতে থাকে। এইভাবে 1991 সালে লিঙ্গানুপাত কমে দাঁড়ায় 927 জন।

চ. রাজ্য ভিত্তিক লিঙ্গ বৈষম্যের গতিপ্রকৃতি

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে লিঙ্গ বৈষম্যের গতিপ্রকৃতি বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। জনগণনার তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিভিন্ন রাজ্যের লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্ন রকম। সমগ্র ভারতের সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিকে 6টি জোন বা বলয়ে যথাক্রমে উত্তরভারত, উত্তরপূর্ব ভারত, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, পূর্ব ভারত ও মধ্য ভারতে ভাগ করে 1991, 2001, 2011 সালের রাজ্য ভিত্তিক লিঙ্গ বৈষম্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হল।

তালিকা -7

উত্তর ভারতের লিঙ্গানুপাত (1991, 2001, 2011)

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
উত্তরপ্রদেশ	876	898	908
রাজস্থান	910	921	926
হরিয়ানা	865	861	877
হিমাচল প্রদেশ	976	968	974
উত্তরাখন্ড	936	962	963
পাঞ্জাব	882	876	893
জম্মু কাশ্মীর	896	892	883
দিল্লী	827	821	866
চণ্ডীগড়	790	777	818
তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011			

চিত্র- 6

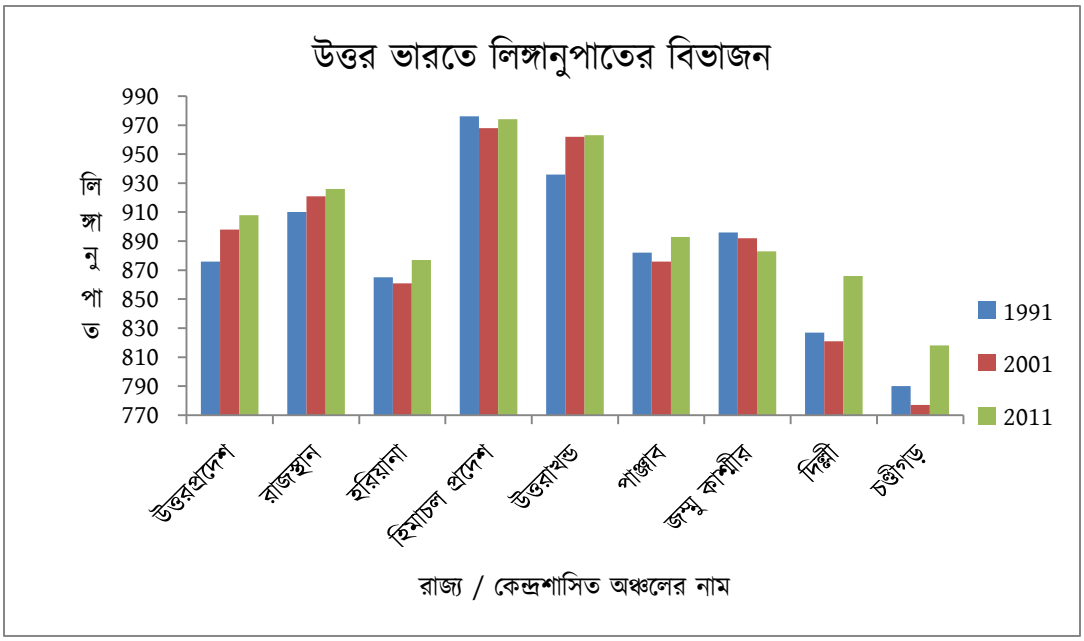

চিত্র 6 এ উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজ্য গুলির 1991, 2001, 2011 সালের লিঙ্গানুপাত দেখানো হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে হিমাচলপ্রদেশের লিঙ্গানুপাত সর্বোচ্চ 976 জন এটি 1991 সালের ছিল। অপরদিকে সবথেকে কম লিঙ্গানুপাত চণ্ডীগড়ের যেখানে 2001 সালে নারীর সংখ্যা ছিল 777 জন যা খুবই কম। সামগ্রিকভাবেও উত্তরভারতের মধ্যে চণ্ডীগড়ের লিঙ্গানুপাত কম। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডের লিঙ্গানুপাত মধ্যমমানের।

তালিকা -8

উত্তর - পূর্ব ভারতে লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
অরুণাচলপ্রদেশ	859	893	920
আসাম	923	935	954
মণিপুর	958	974	987
মেঘালয়	955	972	986
মিজোরাম	921	935	975
নাগাল্যান্ড	886	900	931
সিকিম	878	875	889
ত্রিপুরা	945	948	961

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 7

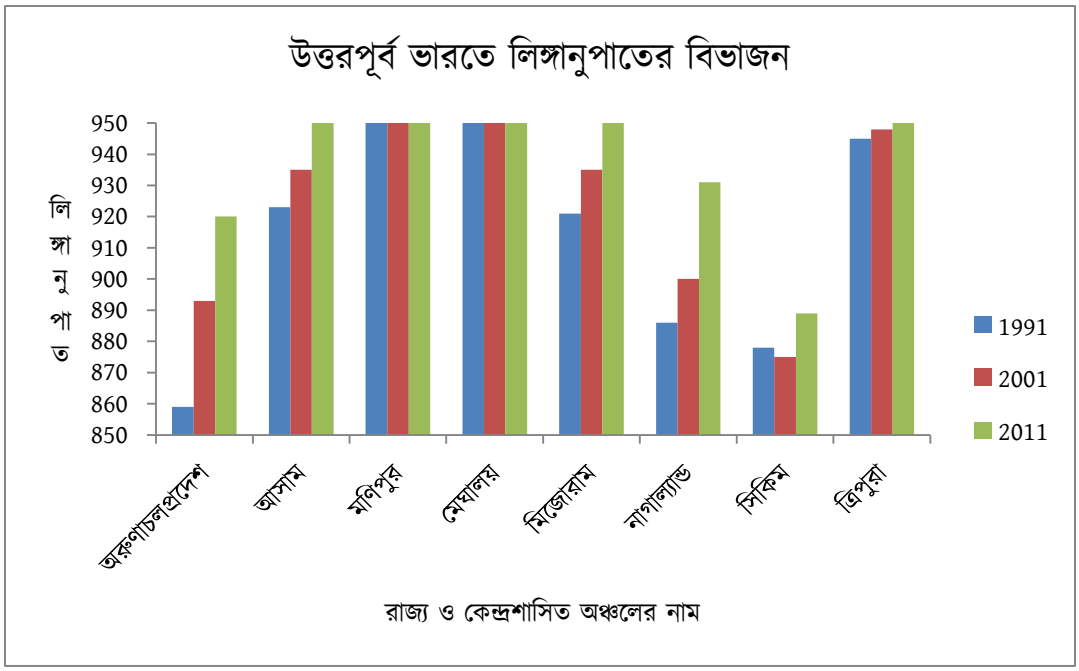

চিত্র 7 এর স্তম্ভচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে মণিপুরের লিঙ্গানুপাত সব থেকে বেশি।মণিপুরের লিঙ্গানুপাত 2011 সালে 987 জন। অপরদিকে সবথেকে কম লিঙ্গানুপাত সিকিমে। তবে সব থেকে কম অরুণাচলপ্রদেশে 1991 সালে 859 জন। সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে লিঙ্গানুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেটি একটি ইতিবাছক দিক।

তালিকা -9

দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
অন্ধ্রপ্রদেশ	972	978	992
তামিলনাড়ু	974	987	995
কেরালা	1036	1058	1084
কর্ণাটক	960	965	968
আন্দামান নিকোবর	818	846	878
পুদুচেরী	979	1001	1038
লাক্ষাদ্বীপ	943	948	946

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 8

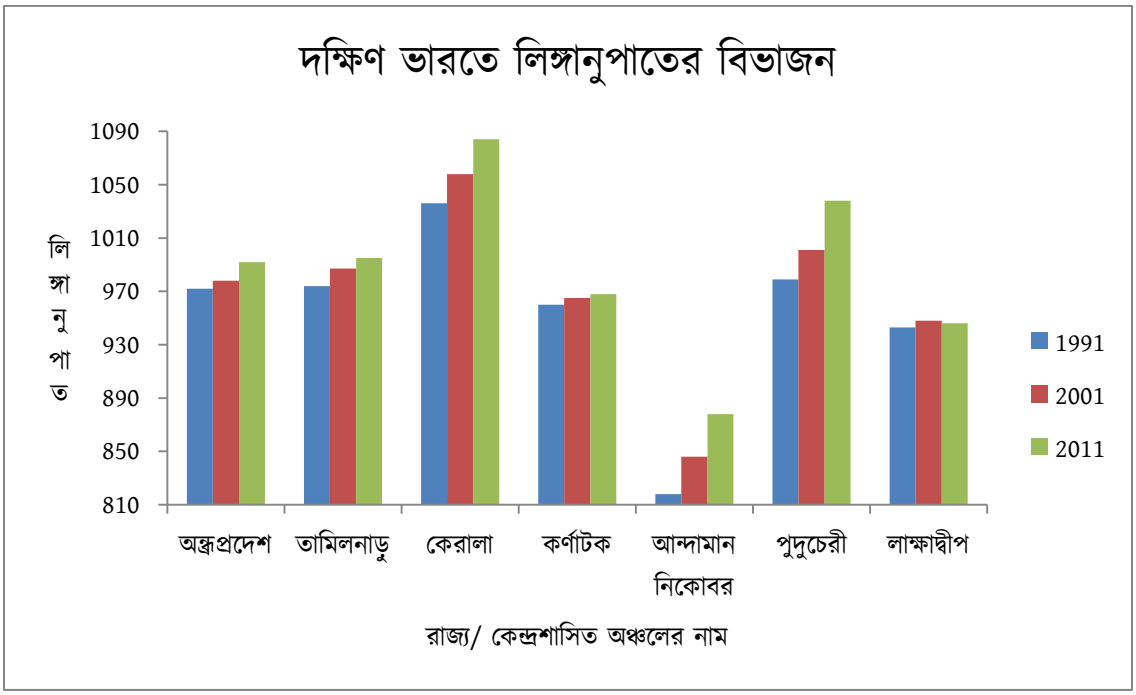

চিত্র 8 থেকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে সবথেকে বেশি লিঙ্গানুপাত কেরালায়, কারণ এখানে নারী শিক্ষার হারও অনেক বেশি। সব থেকে কম লিঙ্গানুপাত আন্দামান নিকোবরে, 818 জন 1991সালে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে লিঙ্গানুপাত মধ্যম মানের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে লিঙ্গানুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তালিকা -10

পশ্চিম ভারতে লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
গুজরাট	934	920	918
মহারাষ্ট্র	934	922	925
গোয়া	967	961	968
দাদরা নগরহাভেলী	952	812	775
দমন দিউ	969	710	618

তথ্যের উৎস: CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র-9

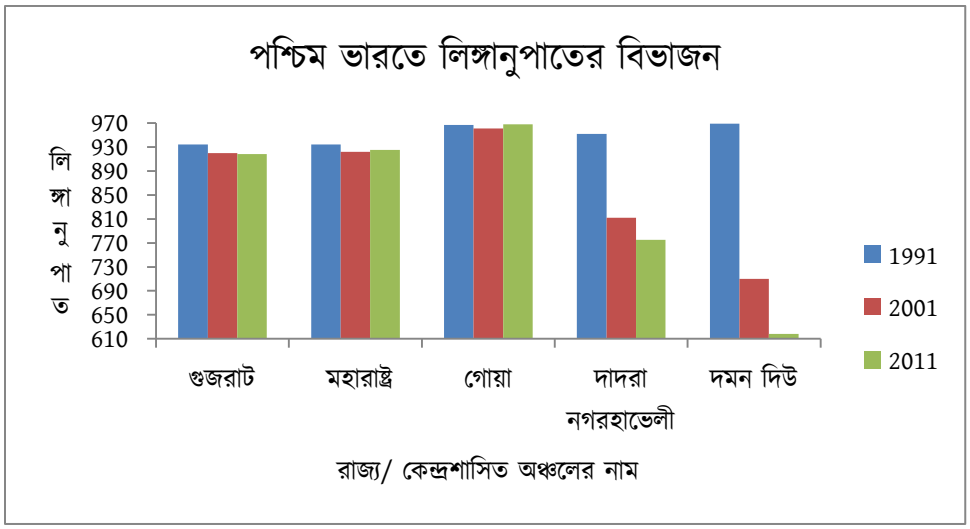

চিত্র 9 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমের রাজ্য গুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে গোয়াতে লিঙ্গানুপাত সব থেকে বেশি, 2011 সালে 968 জন। আবার দমন-দিউতে লিঙ্গানুপাত 1991 সালে ছিল 969 জন, পরবর্তীতে লিঙ্গানুপাত কমতে কমতে 2011 সালে হয় 618 যা একটি নেতিবাচক দিক। মহারাষ্ট্র, গুজরাটের লিঙ্গানুপাত মধ্যমানের। পশ্চিম ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে লিঙ্গানুপাত 1991 থেকে কমেছে 2011 তে।

তালিকা -11

পূর্ব ভারতের লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
ওড়িশা	971	972	978
পশ্চিমবঙ্গ	917	934	947
ঝাড়খণ্ড	922	941	947
বিহার	907	919	916

তথ্যের উৎসঃ CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 10

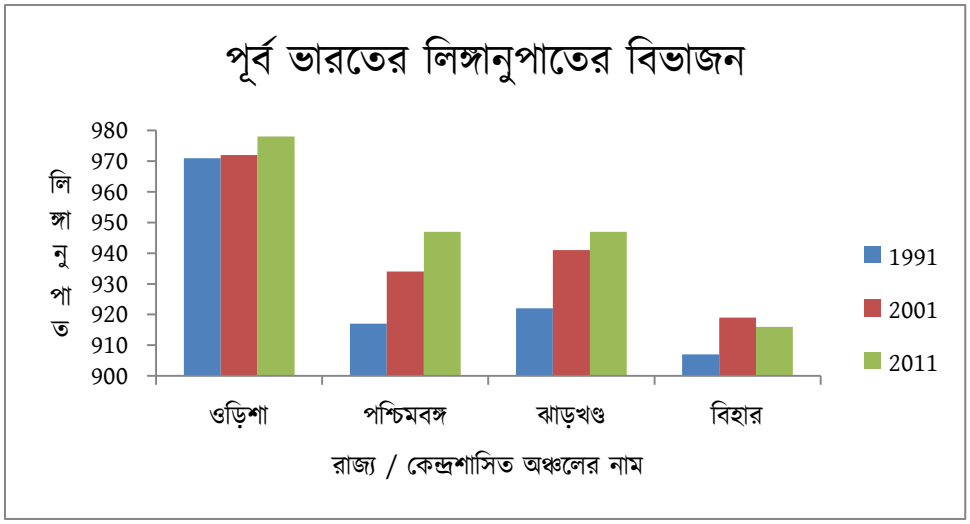

চিত্র 10 থেকে দেখা যাচ্ছে, পূর্বভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে সব থেকে বেশি লিঙ্গানুপাত উড়িষ্যায়। যেখানে 2011 সালে লিঙ্গানুপাত 978। অপরদিকে বিহারে সবথেকে কম লিঙ্গানুপাত 1991 সালে 917 জন। ঝাড়খণ্ডের লিঙ্গানুপাত পশ্চিমবঙ্গের মতই।

তালিকা -12

মধ্য ভারতের লিঙ্গানুপাতের বিভাজন

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছর		
	1991	2001	2011
মধ্যপ্রদেশ	912	919	930
ছত্তিসগড়	985	989	991

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

চিত্র- 11

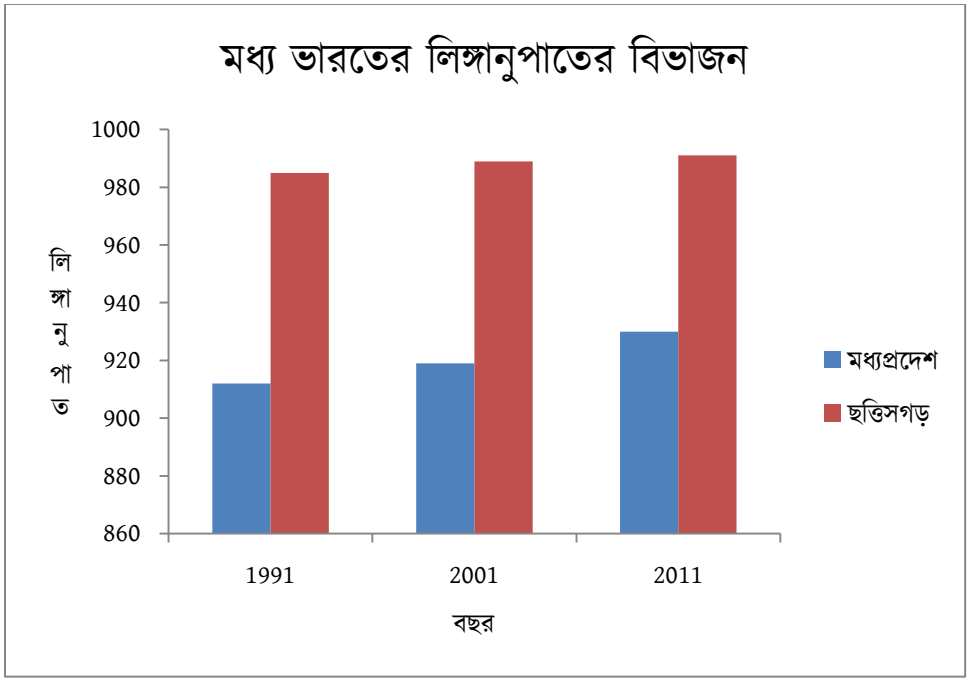

চিত্র 11 থেকে দেখা যাচ্ছে মধ্যভারতে দুটি রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় এর মধ্যে লিঙ্গানুপাতের বেশ পার্থক্য রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের লিঙ্গানুপাত তুলনামূলক কম, যা 2011 সালে 930 জন। ছত্তিশগড় এর লিঙ্গানুপাত 1991 সালে 985 জন এবং 2011 সালে 991 জন।

তালিকা -13

2011 সালের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক লিঙ্গানুপাত

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	প্রাক- শৈশব (0-6)	শৈশব (0-19)	অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম (15-59)	বার্ধক্য (60+)
অন্ধ্রপ্রদেশ	939	948	856	792
আন্দামান নিকোবর	968	940	995	1119
অরুণাচলপ্রদেশ	972	978	918	917
আসাম	962	951	956	971
বিহার	935	897	921	877
চণ্ডীগড়	880	807	800	926
ছত্তিসগড়	969	971	981	1159
দাদরা নগরহাভেলী	926	846	694	1185
দমন দিউ	904	716	522	1331
দিল্লী	871	842	861	989
গোয়া	942	927	951	1200
গুজরাট	890	876	914	1132
হরিয়ানা	834	817	888	1015
হিমাচল প্রদেশ	909	900	988	1062
জম্মু কাশ্মীর	862	892	891	912
ঝাড়খণ্ড	948	931	943	994
কর্ণাটক	948	938	966	1108
কেরালা	964	963	1106	1226
লাক্ষাদ্বীপ	911	995	928	971
মধ্যপ্রদেশ	918	912	918	1063
মহারাষ্ট্র	894	887	918	1114
মণিপুর	930	952	1006	1004
মেঘালয়	970	975	994	1075
মিজোরাম	970	969	978	998
নাগাল্যান্ড	943	937	935	875
ওড়িশা	941	966	986	998
পুদুচেরী	967	962	1037	1255
পাঞ্জাব	846	811	914	985

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	প্রাক- শৈশব (0-6)	শৈশব (0-19)	অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম (15-59)	বার্ধক্য (60+)
রাজস্থান	888	888	930	1102
সিকিম	957	968	868	813
তামিলনাড়ু	943	941	1008	1051
ত্রিপুরা	957	962	952	1040
উত্তরপ্রদেশ	902	891	922	921
উত্তরাখন্ড	890	898	991	1039
পশ্চিমবঙ্গ	956	949	940	1010

তথ্যের উৎস : CENSUS OF INDIA, 2011

2011 সালের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লিঙ্গানুপাত দেখানো হয়েছে। শিশু লিঙ্গানুপাত সব থেকে বেশি অরুণাচলপ্রদেশ যা 972, সব থেকে কম হরিয়ানায় 834 জন ।6 থেকে 19 বছরের মধ্যে লিঙ্গানুপাত সব থেকে বেশি অরুণাচলপ্রদেশে 978 জন। পশ্চিমবঙ্গে 949 জন যা জাতীয় লিঙ্গানুপাতের কাছে অবস্থান করছে। সব থেকে কম লিঙ্গানুপাত হরিয়ানাতে 817 জন। 15 থেকে 59 বছরের মধ্যে লিঙ্গানুপাত সব থেকে বেশি কেরালাতে 1106 জন, তামিলনাড়ুতে 1008 জন এবং পুদুচেরিতে 1037 জন। সবথেকে কম দমন- দিউতে 522 জন। বয়স্ক লিঙ্গানুপাতের মধ্যে সব থেকে বেশি দমন-দিউতে 1331 জন, কেরালাতে 1226 জন, পশ্চিমবঙ্গে 1010 জন। আন্দামান নিকোবরে সব থেকে কম বয়স্ক লিঙ্গানুপাত 792 জন।

ছ. অস্বাভাবিক লিঙ্গানুপাতের কারণ

ইউনাইটেড নেশনস এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (2019) অনুসারে ভারতের লিঙ্গানুপাত 943। 29টি রাজ্যের মধ্যে কেরালাতে লিঙ্গানুপাত 1084 আবার হরিয়ানাতে 879, বর্তমানে পরিবর্তিত লিঙ্গানুপাতের পরিসংখ্যান অনুসারে 201 টি দেশের মধ্যে ভারত 191 তম স্থানে রয়েছে। ভারতে অস্বাভাবিক লিঙ্গানুপাতের বেশ কিছু কারণ আছে –

- অনেক সম্প্রদায় এর মধ্যে দেখা যায় বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যরা পুরুষ সন্তানকে পছন্দ করেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র একটি ছেলেই বংশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব (Paul et al., 2011)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থাই ভারতে এই সামাজিক বৈষম্য ও কম লিঙ্গানুপাতের কারণ।
- বিভিন্ন কারণে কন্যাভ্রুন হত্যা করা হয়। অনেক সমাজে নারী দের বোঝা মনে করা হয়, তাই অবৈধভাবে লিঙ্গনির্ধারণ করে গর্ভে কন্যা সন্তান আছে জানলে গর্ভপাত করিয়ে নেওয়া হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানায় কন্যাভ্রুন, শিশুহত্যা বিশ শতকের প্রথমদিকে নারীর সংখ্যা কমার কারণ (Chandna, 2018)।
- নারীদের মধ্যে শিক্ষার অভাব, তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থান অস্বাভাবিক লিঙ্গানুপাতের অন্যতম কারণ (Barakade, 2012)।
- নারী নির্যাতন, নারীদের উপর বাড়তে থাকা নানা অত্যাচার, ধর্ষণের মতো ভয়াবহ ঘটনা কম লিঙ্গানুপাতের কারণ।

- নারীদের অধিক মৃত্যুহার হল কম লিঙ্গানুপাতের কারণ। এবং পণপ্রথা পিতা মাতার কাছে কন্যা সন্তানের প্রতি বিরূপতার কারণ (Murthy, 1996)।

জ. লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে কিছু পদক্ষেপ

লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে –

- নারীদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকে যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় শিক্ষিত হতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।
- নারীরা যাতে কর্মে যোগদান করতে পারে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।
- নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সাইবার ক্রাইম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুমৃত্যু ও গর্ভনির্ধারণ সম্পর্কিত মৃত্যু কে কমিয়ে আনতে হবে।
- বিভিন্ন সরকারি চাকুরী, রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও অন্যান্য সব জায়গাতেই নারীদের আসন সংরক্ষন করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিতরূপে কর্মে যোগদান করতে পেরে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিতে যাতে লিঙ্গ নির্ধারণ করা না হয় সেই দিকে বেশী নজর দিতে হবে এবং কাঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা করতে হবে।
- বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প চালু করতে হবে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। বর্তমানে যেমন -কণ্যাশ্রী, ইন্দিরা গান্ধি স্কলারশিপ চালু আছে।

ঝ. গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গেছে-

- শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে লিঙ্গানুপাত তুলনামুলকভাবে বেশি। যদিও এই পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে যেখানে 1951 তে গ্রামীণ লিঙ্গানুপাত ছিল 965 ও শহরে 860 সেখানে 2011 তে গ্রামীণ লিঙ্গানুপাত 949 ও শহরে 929 ।
- শিশু লিঙ্গানুপাতের হার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কম হলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একটি ইতিবাচক দিক।
- দেশের জাতীয় লিঙ্গানুপাতের তুলনায় অধিকাংশ সীমান্ত রাজ্যে লিঙ্গানুপাত বেশি 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দমন-দিউতে 1981 এর পর থেকে ও দাদরা নগরহাভেলিতে 1971 এর পর থেকে ক্রমাগত লিঙ্গানুপাত কমছে।
- যে সকল রাজ্যে শিক্ষার হার বেশি সেখানে তুলনামুলকভাবে লিঙ্গানুপাতের হার বেশি। যেমন- কেরালা (নারী শিক্ষার হার 91.98%), গোয়া (81.85%), মিজোরাম (89.40%), ত্রিপুরা (83.15%)।

ঞ. উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতেও নারীদের সমান অধিকার প্রদান ও অবস্থার উন্নতি ঘটানোর উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ নারীই তাদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তবে দেশের কাম্য লিঙ্গানুপাতের হার নারী পুরুষের সমানাধিকারকে বজায় রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু এই কাম্য লিঙ্গানুপাতের স্তরে পৌঁছানো ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক। বিগত তিনটি জনগণনার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার পরবর্তীতে লিঙ্গানুপাতের হারের বৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী যা আমাদের কাম্য লিঙ্গানুপাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, লিঙ্গানুপাতের হারের বৈষম্য যে একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্তরায় তা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে, মেয়েরাও যে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই তা আজ উপলব্ধ । তাই সবক্ষেত্রেই নারীদের এগিয়ে দেবার সময় এসেছে যা নারী পুরুষ তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে অদুরে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে এই আশা রাখি।

তথ্যপঞ্জি

1. Barakade, A. (2012). Declining sex ratio: Analysis with special reference to Maharastra state. *Geoscience Research, 3*(1), 92-95.

2. Chandna, R. C. (1986). Geography of population – concept, determinants and patterns. New Delhi: Kalyani Publishers, p. 100, 188.

3. Ghosh, B. N. (1985). Fundamentals of population geography. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd., p.97.

4. Government of India (2011). Primary Census Abstract 2011, Registrar General of India and Census Commissioner, New Delhi.

5. Government of India (2011). Census of India, Registrar General of India, New Delhi.

6. Kayastha, S. L. (1998). Geography of population: selected essays. Jaipur: Rawat Publications, p.392.

7. Murthy, P. V. (2010). Declining child sex ratio in India: trends, issues and concern. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/266285185

8. Paul, J. (2011). Declining clild sex ratio in India and its major correlates. *International journal of current pharmaceutical review and research, 7*(2), 112-116.

9. United Nations (2019). World population prospects 2019. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html